স্ত্রীর দায়ের করা মামলায় স্বামী গ্রেফতার

মালায়েশিয়া থেকে বাড়ি এসেই প্রথম স্ত্রীর দায়ের করা মামলার ৩মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামী মধুপুর গ্রামের জাহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে।

৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে।

জানাগেছে, উপজেলার জামজামি ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামের জনাব আলীর ছেলে জাহিদুল ইসলাম(২৫) কয়েক বছর আগে চুয়াডাঙ্গা হাজরাহাটি বিয়ে করে।

বিয়ে বছর খানেক পর জাহিদুলের স্ত্রী নুরজাহান আদালতে মামলা দায়ের করে। ওই মামলায় জাহিদুল আদালত থেকে জামিন লাভ করে মালাশিয়া চলে যায়। আদালতে হাজিরা না দেওয়ার কারণে আদালত জাহিদুলের নামে ৩ মাসের সাজা প্রদান করে। ৭ জানুয়ারী জাহিদুল মালায়েশিয়া থেকে বাড়ি আসে। গতকাল ৮ জানুয়ারী বিকালে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের এসআই আব্দুর অভিযান চালিয়ে জাহিদুলকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে।

মেপ্র/ আরপি

আলমডাঙ্গায় নিখোঁজের ৭ দিন পর বৃদ্ধার অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় নিখোঁজের ৭ দিন পর বাড়ির পাশের পুকুর থেকে আনোয়ারা খাতুন ওরফে ভুলি (৮০) নামে এক বৃদ্ধার অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার দুপুর ১টার দিকে লাশের দুর্গন্ধ পেয়ে প্রতিবেশিরা লাশ দেখে থানা পুলিশকে সংবাদ দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার

করে।

উপজেলার পৌর এলাকার হাউসপুর গ্রামের মৃত ভোলাই শেখের স্ত্রী আনোয়ারা খাতুন ওরফে ভুলি (৮০) দীর্ঘদিন মনোয়ারের পাড়ে মেয়ের একটুরা জমিতে একটি ভাঙ্গা টিনের ঘরে একাই বসবাস করে আসছিল।

একটু দুরেই তার ছেলে আজিজুল বসবাস করে। আনোয়ারা নিয়মিত তার ছেলের বাড়িতে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে আসে। গত ১লা জানুয়ারী বুধবার ছেলের বাসা থেকে খেয়ে আসার পর থেকে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

খোঁজ না পেয়ে বৃদ্ধার মেয়ে ফুলঝুড়ি ছুটে আসে । পরের দিন বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে বৃদ্ধার নিখোঁজের সংবাদের ওপর ভিত্তি করে এলাকায় মাইকিন করা হয়। এরপর ও কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

আরো পড়ুন: চুয়াডাঙ্গায় সাংবাদিকদের মানববন্ধন, সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, স্মারকলিপি পেশ

৭ জানুয়ারী দুপুরের দিকে পুকুর পানি ছেঁচা শুরু করলে বৃদ্ধার লাশ দেখা যায়। এ ঘটনা এক শিশুর নজরে পড়লে সে প্রতিবেশিদের ডেকে দেখায়। পুকুর থেকে পঁচাগন্ধ পেয়ে প্রতিবেশিরা গিয়ে দেখতে পায় লাশ পড়ে আছে। প

রবর্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশকে সংবাদ দিলে আলমডাঙ্গা থানার এসআই আশিক ও এসআই নাঈম লাশ উদ্ধার করে।

স্থানীয় আমছার মন্ডল জানান, মৃত বৃদ্ধা আনোয়ারা (ভুলি) ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করত। সন্ধ্যা লাগার আগেই সে চোখে আর তেমন দেখতে পেত না।

গত বুধবার ১লা জানুয়ারি রাতে তাকে পাওয়া না গেলে সকলেই খোঁজ করে । তার মেয়ে এসে ও অনেক খোঁজা-খুঁজি করে। পরের দিন বৃদ্ধার নিখোঁজের সংবাদের মাইকেও করতে দেখেন।

মেপ্র/ইএম

চুয়াডাঙ্গায় সাংবাদিকদের মানববন্ধন, সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ, স্মারকলিপি পেশ

খুলনা, টাঙ্গাইল ও চট্রগামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংবাদিকদের ওপর হামলা নির্যাতনের প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় মানববন্ধন প্রতিবাদ সমাবেশ ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকরা।

মঙ্গলবার সকাল ১০টায় শহরের শহীদ হাসান চত্বরে ঘন্টাব্যপি এ কর্মসূচি পালন করা হয়। এ সময় সাংবাদিকরা সড়কের ওপর বসে ক্যামেরা, লাপটপ ও বুম রেখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সাংবাদিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে অভিনব প্রতিবাদ জানান।

কর্মসূচি চলাকালে মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদাহ, যশোর ও খুলনার সাথে চুয়াডাঙ্গার সড়ক পথে যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সাংবাদিক নেতারা বলেন, দেশে সাংবাদিক নির্যাতনের বিচার না হওয়ার সংস্কৃতি চালু থাকায় বন্ধ হচ্ছে না সাংবাদিক নির্যাতন ও হত্যার মত ঘটনাগুলো। আর তাই এখন প্রতিবাদ নয়, গড়তে হবে প্রতিরোধ। সাংবাদিকদের এ কর্মসূচিতে জেলার সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দও অংশগ্রহন করে সংহতি প্রকাশ করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের আয়োজনে মঙ্গলবার সকাল ১০টায় শহরের শহীদ হাসান চত্বরে সমাবেত হয় জেলায় কর্মরত গণমাধ্যমকর্মিরা। পরে বেলা ১১টায় মানববন্ধনে অংশ নেয় জেলার চারটি উপজেলার সাংবাদিকরা।

আরো পড়ুন:চুয়াডাঙ্গায় ছয়দিনব্যাপি অরিন্দম সাংস্কৃতিক উৎসব শুরু

জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি এ্যাড. মানিক আকবরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, সিনিয়র সাংবাদিক আনোয়ার হোসেন, শাহার আলী, নাসির উদ্দীন আহমেদ, জেড আলম, শরীফ উদ্দীন হাসু, জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আওয়াল হোসেন, জীবননগরের জামাল হোসেন ও হিজলগাড়ি প্রেসক্লাবের শামীম হোসেন মিজি।

এ সময় সাংবাদিকরা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে দেশে সাংবাদিক নির্যাতন ও হত্যার ঘটনা ঘটছে, অথচ এসব ঘটনার কোন কূল কিনারা হচ্ছে না। যার কারণে প্রতি বছর দেশে সাংবাদিক নির্যাতনের মত ঘটনা ঘটছে অহরহ। সম্প্রতি খুলনা, টাঙ্গাইল ও চট্রগ্রামে সাংবাদিকদের ওপর হামলার চিত্র তুলে ধরে সাংবাদিক নেতারা বলেন, কোন সভ্র সমাজে এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায়না। আর তাই এখণ প্রতিবাদ নয় আমরা প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত।

সাংবাদিকদের এ মানববন্ধনে সংহতি প্রকাশ করে অংশগ্রহন করেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারী কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ও সুজনের সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান, পৌর ডিগ্রিী কলেজের অধ্যক্ষ শাহাজান আলী, সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ও নদীরক্ষা আন্দোলনের আহ্বায়ক অধ্যক্ষ হামিদুল হক মুন্সি, উদীচীর সভাপতি হাবীবী জহির রায়হান, কবি সাহিত্যিক হেলাল হোসেন জোয়ার্দ্দার ও এনজিও প্রতিনিধি ইলিয়াস হোসেন।

তারা বলেন, রাষ্ট্রের চতুর্থস্তম্ভ বলা হয় গণমাধ্যমকর্মিদের। অথচ আমাদের দেশে এ পেশা এখন ঝুঁকিপূর্ণ। এতে করে মুক্ত সাংবাদিকতা চরমভাবে বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে। যা গণতন্ত্রের জন্যও হুমকি। তারা সাংবাদিকদের নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মানববন্ধন শেষে সাংবাদিকরা সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেন। এ সময় তারা সড়কের ওপর বসে ক্যামেরা, লাপটপ ও বুম রেখে সাংবাদিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে অভিনব প্রতিবাদ জানান।

কর্মসূচি চলাকালে মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদাহ, যশোর ও খুলনার সাথে চুয়াডাঙ্গার সড়ক পথে যানচলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে প্রশাসনের অনুরোধে অবরোধ তুলে নেন সাংবাদিক নেতারা।

প্রায় আধাঘন্টা সড়ক অবরোধ শেষে সাংবাদিকরা বিক্ষোভ মিছিল সহকারে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে হাজির হয়। পরে সাংবাদিকরা চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ৫ দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি প্রধানমন্ত্রী বরাবর জমা দেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম ডালিম জানান, ৫ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে

১. দেশব্যাপি সাংবাদিক নির্যাতন, হয়রানি ও মিথ্যা মামলা বন্ধ

করতে হবে।

২. রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবাদকর্মিদের সে হিসাবে মর্যাদা দিতে হবে।

৩. সাংবাদিকদের জন্য কালো আইন ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্ট (৫৭ ধারা) বাতিল করতে হবে।

৪. মুক্ত সাংবাদিকতা নিশ্চিতকরণে পেশাগত দায়িত্ব পালনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ।

৫. সাগর রুনীসহ সব সাংবাদিক হত্যার মামলা দ্রুত নিশ্চিতকরণ।

তিনি আরও জানান, অতি দ্রুত এই ৫ দফা দাবি নিশ্চিত না হলে আগামীতে আরও বড় ধরণের কর্মসূচি ঘোষনা করা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় ছয়দিনব্যাপি অরিন্দম সাংস্কৃতিক উৎসব শুরু

‘বাঙালি সংস্কৃতির শুদ্ধ বারতা, বুদ্ধির মুক্তি ও চিন্তার স্বাধীনতা’ স্লোগান নিয়ে চুয়াডাঙ্গায় ছয়দিনব্যাপি অরিন্দম সাংস্কৃতিক উৎসব শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকালে জেলা শিল্পকলা একাডেমি চত্বরে উৎসবের উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে. এম. খালিদ এমপি। এ উপলক্ষে শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবের আলোচনা পর্বে সভাপতিত্ব করেন অরিন্দম সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভাপতি বজলুর রহমান জোয়ার্দ্দার। বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের এপিএ পুল সদস্য কৃষিবিদ হামিদুর রহমান, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউশনের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডা. সোহেলা আক্তার ও জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

আয়োজকরা জানান, ছয়দিনব্যাপি উৎসবে নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও গুণীজন সম্মাননা অনুষ্ঠিত হবে।

- চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

আলমডাঙ্গায় কনের পিতাকে ৫ হাজার জরিমানা

আলমডাঙ্গায় নবম শ্রেণীর ছাত্রীর বাল্য বিবাহ অনুষ্ঠান পন্ডু করেছে উপজেলা প্রশাসন।

গতকাল সোমবার দুপুরে এ বিয়ের আয়োজনের অপরাধে কনের পিতাকে ৫ হাজার জরিমানা করেছে। এসময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সিমা শারমিন, থানার অফিসার ইনচার্জ সৈয়দ আশিকুর রহমান, এসআই গোলাম মোস্তফাসহ সঙ্গীয় ফোর্স।

স্থানীয়রা জানান, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী ইউনিয়নের ডামোশ গ্রামের আরমান হোসেনের নাবালীকা মেয়ে আলেয়া খাতুন (১৫) এরশাদপুর একাডেমি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী।

গত বছর জেএসসি পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এবার নবম শ্রেণীতে ভর্তি হয়। ইতো মধ্যে আলমডাঙ্গার ডামোশ গ্রামেবাল্য বিবাহ নিরোধ কমিটি গঠন করে গ্রামের কিছু উঠতি বয়সী স্কুল ছাত্রীরা।

বাল্য বিবাহে শিকার স্কুল ছাত্রী ওই বাল্য বিবাহ নিরোধ কমিটির সদস্য। স্থানীয় ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের ভাই শাহিন তার নেতাকর্মীরা জোরপূর্বক স্কুল ছাত্রীর বিয়ে দিবে বলে ফুঁসলে তোলে ছাত্রীর পিতাকে।

আলমডাঙ্গার খাদেমপুর ইউনিয়নের রংপুর গ্রামের রনি (২৬) দীর্ঘদিন যাবৎ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের মাছের খামার দেখাশোনা করেন। এরই সূত্র ধরে, আরমানের নাবালীকা মেয়ে আলেয়ার সাথে রংপুর গ্রামের রনির সাথে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে বিবাহ আয়োজন করে।

এরই সংবাদের ভিত্তিতে, স্থানীয় পত্রিকার কয়েকজন সাংবাদিক রবিবার সন্ধ্যায় ওই বাল্য বিবাহ বাড়ি উপস্থিত হয়ে নাবালীকার জন্মনিবন্ধন ও স্কুল সার্টিফিকেট দেখতে চাইলে

ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের ভাই শাহিন ও তার লোকজন সাংবাদিকদের বিভিন্ন সামাজিক ভাবে হেউ প্রতিপন্ন করে। এলাকার লোকজনতার সামনে দম্ভক্তি দেখিয়ে বলে, পুলিশ এসে দেখি কি ভাবে বিবাহ বন্ধ করে।

এদিকে, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান চঞ্চল ইমোতে ওমরা হজপালনরত অবস্থায় সাংবাদিকদের সাথে অশ্লীল ভাবে আচরণ করেন।

এই ঘটনার পরই স্থানীয় সাংবাদিকেরা নারী ও শিশু নির্যাতন ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ আইন মন্ত্রানালয়ে, আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার লিটন আলী, সহকারী কমিশনার (ভূমি), আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ সৈয়দ আশিকুর রহমানকে বাল্য বিবাহের বিষয়টি অবগত করেন।

বাল্য বিবাহ এর ঘটনায় এরশাদপুর একাডেমির প্রধান শিক্ষক সামিম হোসেন বলেন, আমরা সরাসরি বিবাহ ভাঙতে পারি না। আমরা সকল শিক্ষকই বাল্য বিবাহ না দেওয়ার পক্ষে। তিনি নিশ্চিত করেন, আলেয়া খাতুন এরশাদপুর স্কুলের ৯ম শ্রেণীর ছাত্রী।

এই ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ সৈয়দ আশিকুর রহমান জানান, ‘ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে বিবাহ পন্ড করে দিয়েছে। কেউ বলছে ৩মাস পূর্বে বিবাহ হয়ে গেছে। কিন্তু অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া হয়েছে তার কাগজ পত্র পাইনি। যে কাজি বিবাহ পড়িছে তাকে পুলিশ খুঁজছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)সিমা শারমিন বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে বাল্য বিয়েটি বন্ধ করা হয়েছে।

পরিবারের সদস্যদের বাল্য বিয়ের কূফল সম্পর্কে অবগত করা হয়। পরে উভয় পক্ষের অভিভাবকরা কিশোরীর বিয়ের বয়স ১৮ না হওয়ার আগে বিয়ে দিবে না বলে মোচলেকা প্রদান করেন। বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯ সনের ৬ এর ১ ধারায় কনের বাবাকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে ।

- আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

[redacted]

[redacted]

১০ দিনের সফরে মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইন গেলেন চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জিপু

‘ ‘নগর স্যানিটেশন ম্যানেজমেন্ট এবং রক্ষণাবেক্ষণের সর্বশেষ বিকাশ ” সম্পর্কিত বৈদেশিক এক্সপোঞ্জার ভিজিট প্রোগ্রামে অংশ নিতে ১০ দিনের সরকারি সফরে মালয়েশিয়া এবং ফিলিপাইন গেলেন চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়রসহ ১০ জন।

গতকাল রবিবার রাত ৮.৩০ মিনিটে মেয়র মোঃ ওবাইদুর রহমান চৌধুরী (জিপু)সহ ১০ জন ঢাকা ত্যাগ করেন। সফলে চুয়াডাঙ্গা মেয়র ৪জন পৌর মেয়র, ২জন পৌর কাউন্সিলর, ১জন নির্বাহী প্রকৌশলী, ১জন সচিব এবং তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজার ও একই প্রকল্পের ১জন সহকারী প্রকৌশলীসহ সর্বমোট ১০জন অংশ গ্রহন করবেন।

সফরে মনোনিত হওয়ায় তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা এবং চুয়াডাঙ্গা পৌরবাসীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে পৌর নাগরিক সহ সকলের নিকট দোয়া চেয়েছেন।

- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কবি নজরুলের আট চালা ঘরে আসছেন সংস্কৃতিক বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা কাজী নজরুল ইসলাম এর স্মৃতি বিজড়িত আট চালা ঘর পরিদর্শনে আসছেন সংস্কৃতিক বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে. এম. খালিদ এমপি।

আগামী ৭ই জানুয়ারী মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে তিনি আট চালা ঘর

পরিদর্শন করবেন।

এ উপলক্ষে “কার্পাসডাঙ্গা নজরুল স্মৃতি সংসদ ও নজরুল স্মৃতি সাহিত্য সংসদ অনলাইন” মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানাতে সাহিত্য সম্মেলন ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যে রাখবেন প্রতিমন্ত্রী কে.এম খালিদ এমপি।

আরো পড়ুন:ঝিনাইদহে শিক্ষকের বাড়িতে সরকারি বই

এছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক মহাপরিচালক মোঃ হামিদুর রহমান, জেলা প্রশাসক মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার, পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ এস এম মুনিম লিংকন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মুন্সী আবু সাইফ।

অনুষ্ঠানে বরণ্যে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ছাড়াও এপার-ওপার দুই বাংলার কবি সাহিত্যিক শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন। এছাড়াও কয়েকটি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হবে।

কার্পাসডাঙ্গা/ কুড়ুলগাছি প্রতিনিধি

স্বপ্নে দেখে গাছের বিয়ে দিলেন এক নারী!

নানা রঙের কাগজ ও সামিয়ানা দিয়ে সাজানো হয়েছে বাড়ি। চলছে নাচ-গান। প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনে ভর্তি বাড়িতে যেন তিল ধারণের ঠাঁই নেই। বর-কনেকে সাজানো হয়েছে বিয়ের পোষাকে। তবে এখানে কোনো মানুষের বিয়ে হচ্ছেনা; দুটো গাছকে দেওয়া হচ্ছে বিয়ে!

ঘটা করে ব্যতিক্রমী এমন বিয়ে হয়েছে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা

উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের বিনোদপুর গ্রামে। ওই গ্রামের দরগাতলা পাড়ার নবীছউদ্দীন বিশ্বাসের স্ত্রী মোমেনা খাতুনের স্বপ্নপূরণ করতেই এই বিয়ের অনুষ্ঠান।

মোমেনা খাতুন বলেন, ‘‘এক বছর আগে স্বপ্নে আমাকে ওই দু’টো গাছকে বিয়ে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই গাছ দু’টোর বিয়ে দিয়ে আমার স্বপ্নপূরণ করলাম।”

গত সপ্তাহের মঙ্গলবার দুপুর থেকে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মোমেনা বেগমের স্বপ্নপূরণ। প্রথম দিন হয় গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান। ওই দিন তার বাড়ির আঙিনার বট ও অশ্বথ (পাকুর) গাছকে প্রথমে হলুদ মাখানো হয়। এরপর তাদের গোসল করানো হয়। পরদিন হয় ক্ষীর খাওয়ানো অনুষ্ঠান। গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হয় বিয়ের মূল আনুষ্ঠানিকতা।

সকাল ১১টা থেকে শুরু হয় বিয়ের আয়োজন। বট গাছকে পুরুষ ও পাকুর গাছকে নারী রূপে ধরা হয়। গাছের চারপাশ রঙিন কাগজ ও ফুল দিয়ে সাজানো হয়। টানানো হয় সামিয়ানা। বট গাছে জড়ানো হয় লুঙ্গি, আর পাকুর গাছে শাড়ি। ধুপ, আগরবাতি ও মোমবাতি জ্বালানো হয়। গাছের গোড়ায় রাখা হয় বিভিন্ন ফল।

গাছ দুটোকে বিয়ে পড়িয়েছেন একই গ্রামের মানোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, ‘‘আমি একটি ব্যতিক্রর্মী বিয়ে পড়ালাম। বিয়েতে সব ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। কিছু নিয়ম কানুন মেনে বিয়ে পড়িয়েছি।”

অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য গত শুক্রবার একটি খাসি জবাই করা হয়। সকাল থেকে শুরু হয় রান্নার আয়োজন। দুপুরের আগেই শেষ হয় রান্না। বিয়েতে আত্মীয় স্বজন ও গ্রামের শতাধিক নারী-পুরুষকে দাওয়াত দেওয়া হয়।

দুপুরে শতাধিক নারী-পুরুষদের খাবার দেওয়া হয়। অতিথিদের খাওয়ানো হয় খাসির মাংস, সাদা ভাত, মুসুর ডাল, সবজি ও মুরগির মাংস।

বিয়ের দাওয়াত খেতে আসা বিনোদপুর গ্রামের বাসিন্দা মনোয়ার হোসেন খোকন বলেন, ‘‘আমি একজন বাঁশি বাদক। অনেক জায়গায় অনুষ্ঠানে গিয়েছি, কিন্তু এমন বিয়ে প্রথম দেখলাম। মোমেনা খালা বিয়ের দাওয়াত দিয়েছিল। গ্রামের সবাই মিলে বিয়ের দাওয়াত খেয়েছি।’’

জরিনা খাতুন নামে এক বৃদ্ধা বলেন, ‘‘বয়স অনেক হলেও এমন বিয়ের

কখনও দেখিনি। শখ করে বিয়ের আয়োজন করেছে তারা। অনুষ্ঠান দেখে খুব ভাল লেগেছে।’’

আরো পড়ুন: মুজিবনগরে বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে প্রেমিকার অনশন

বিয়ের আয়োজক মোমেনা খাতুন জানান, স্বপ্নে তাকে যখন বিয়ে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয় তখন তার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। তাই তখন কিছুই করতে পারেননি। তবে কয়েকদিন পর তার স্বামীও একই স্বপ্ন দেখেন বলে দাবি করেন তিনি।

মোমেনা জানান, এরপর বিষয়টি পরিবার ও প্রতিবেশীদের জানানো হলে তখন সবাই আলোচনা করে বিয়ের দিন ঠিক করা হয়। বিয়ের আয়োজনের জন্য টাকাও তোলা হয়। বিয়ের জন্য সকল কেনা কাটা করা হয়। ছেলে-মেয়ের শাড়ি, লুঙ্গি, সাজ সজ্জার উপকরণ, বাজারসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা হয়।

তিনি আরও জানান, ‘‘বাড়ির পাশে একটি খেজুর গাছ ছিল। সেই খেজুর গাছের মধ্যে বট ও পাকুর গাছ জন্ম নেয়। পরে খেজুর গাছটি মারা যায়।’’

আলমডাঙ্গা সরকারি ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কৃষিবিদ গোলাম সরোয়ার বলেন, ‘‘এ ধরনের বিয়ের আয়োজনের কথা প্রথম শুনলাম। গ্রামের মানুষ কুসংস্কার থেকে এ ধরনের আয়োজন করেছে।’’

আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামি গ্রামের মাওলানা নাসির উদ্দিন বলেন, ‘ ‘ধর্মের ওপর বিশ্বাস না থাকার কারণে এ বিয়ের আয়োজন করেছে। ইসলাম ধর্মে যার কোনো বিধান নেই। কুসংস্কার থেকে এমনটি হয়েছে।’’

আলমডাঙ্গা ডাউকি ইউনিয়ানের ৩নং ওয়ার্ডের মেম্বার বদর উদ্দিন জানান, প্রথমে আমি মনে করি নবীছদ্দিন বিশ্বাসের নাতির বিয়ে হচ্ছে। কারণ বাড়িতে গান বাজনা, আনন্দ দেখে মনে হচ্ছিল বড় আয়োজন করে বিয়ে হচ্ছে। পরে জানতে পারি বট ও পাকুর গাছের বিয়ে হয়েছে।

- এ.এইচ কামরুল, চুয়াডাঙ্গা

[redacted]

[redacted]

ইসলাম রকিব (২৫ ভোট) নির্বাচিত হন। অর্থ সম্পাদক পদ পূরণ না হওয়ায় নব-নির্বাচিত কমিটি পরবর্তিতে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

সাংবাদিক সমিতি সূত্রে জানা যায়, সংগঠনের সকল পদে একজন করে মনোনয়ন উত্তোলন করেন। ফলে সকলেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হন।

- চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি